আমার পরিচয়

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। 'আমার পরিচয়' কবিতায় উল্লেখিত নদীর সংখ্যা কত?
(ক) ১২০০
(খ) ১৩০০
(গ) ১৪০০
(ঘ) ১৫০০

২। 'আমি তো এসছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে'-এখানে 'চর্যাপদের অক্ষরগুলো বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
(ক) অতীত ঐতিহ্য
(খ) সাংস্কৃতিক রূপ
(গ) ঐতিহাসিক পটভূমিট
(ঘ) সাংস্কৃতিক পরিচয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যাক প্রশ্নের উত্তর দাও:
উপমহাদেশে শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গিয়ে জনাব মোঃ কামরুজ্জামান ধারাবাহিকভাবে পাল, সেন, মোগল, পাঠান ইত্যাদি শাসকগোষ্ঠীর শাসনকাল ও শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময়কালের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ বেশকিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন।

৩। উদ্দীপকের সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে-
i. জাতিগত পরিচয়ের
ii. ঐতিহাসিক পরিচয়ের
iii. সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৪। এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কী?
(ক) সামগ্রিকতা
(খ) পটভূমি
(গ) ঐক্যসূত্র
(ঘ) ঐহিত্য

৫। 'আমার পরিচয়' কবিতায় 'কমলার দীঘি' ও 'মহুয়ার পালা' প্রসঙ্গ এনে কবি কী বঝিয়েছেন?
(ক) সাহিত্যিক ঐতিহ্য
(খ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
(গ) সংগ্রামী চেতনা
(ঘ) অসাম্প্রদায়িক চেতনা

৬। 'আমার পরিচয়' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
(ক) ধূলি ও সাগর দৃশ্য
(খ) কড়ি ও কোমল
(গ) চাষাভূষার কাব্য
(ঘ) কিশোর কবিতা সমগ্র

৭। 'নূরলদীনের সারাজীবন নাটকটির রচয়িতা কে?
(ক) সিকানদার আবু জাফর
(খ) মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ
(গ) সৈয়দ শামসুল হক
(ঘ) মুনীর চৌধুরী

৮। কবি সৈয়দ শামসুল হক কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) নীলফামী
(খ) পঞ্চগড়
(গ) লালমনিরহাট
(ঘ) কুড়িগ্রাম

৯। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি হাজার চরণচিহ্ন কোথায় ফেলে এসেছেন?
(ক) সামনে
(খ) রাজপথে
(গ) পলিমাটিতে
(ঘ) পেচনে

১০। 'জয়বাংলা' স্লোগানটি কিসের প্রতীক?
(ক) মক্তির
(খ) জাগরণের
(গ) ঐক্য ও সংহতির
(ঘ) সাহস ও উদ্দীপনার

১১। বরেন্দ্রভূমে 'সোনা মসজিদ' কোথায় অবস্থিত?
(ক) নাটোরে
(খ) ঈশ্বরদীতে
(গ) সিরাজগঞ্জে
(ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জে

১২। 'একসাথে আছি এক সাথে বাঁচি-কথাটি কবির কোন চেতনার বহিঃপ্রকাশ?
(ক) সাম্যের
(খ) ঐক্যের
(গ) শৌর্যের
(ঘ) প্রতিবাদের

১৩। বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি?

(ক) শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

(খ) বৈষ্ণব পদাবলি

(গ) অন্নদামঙ্গল কাব্য

(ঘ) চর্যাপদ

১৪। 'আমার পরিচয়' কবিতার শেষ চরণে কবি কিসের ছবি আঁকার প্রতিজ্ঞা করেছেন?

(ক) দেশমাতৃকার

(খ) সাম্যের

(গ) স্বদেশের

(ঘ) জন্মভূমির

১৫। 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি জাতি কিসের ছবি আঁকবে?

(ক) স্বাধীনতার

(খ) সাম্যের

(গ) স্বদেশের

(ঘ) জন্মভূমি

১৬। 'আমার পরিচয়' কবিতায় সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে কবি কিসের ছবি আঁকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন?

(ক) প্রেমের

(খ) সাম্যের

(গ) ঐক্যের বিজয়ের

(ঘ) তিতুমীর কত সালে শহিদ হন?

১৭। তিতুমীর কত সালে শহিদ হন?

(ক) ১৭৮১

(খ) ১৭৮২

(গ) ১৮৩১

(ঘ) ১৮৪০

১৮। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালি জাতির বিদ্রোহের ঐতিহ্য নিম্নের কোন পঙক্তির মাধ্যম্য প্রকাশ করেছেন?

(ক) আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে

(খ) আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারো ভূঁইয়ার

(গ) এসেছে বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে

(ঘ) আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থাকে

১৯। 'আমার পরিচয়' কবিতার কবি 'কমলার দীঘি' ও 'মহুয়ার পালা'র কথা উল্লেখ করেছেন কোন ঐতিহ্য বোঝাতে ?

(ক) লোকসাহিত্যের

(খ) ব্যবসায়-বাণিজ্যের

(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক

(ঘ) বিদ্রোহের

২০। 'আমার পরিচয়' কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়-

(ক) মানুষের ইতিহাস

(খ) দেবালয়ের ইতিহাস

(গ) বাঙালির ইতিহাস

(ঘ) কবিতার ইতিহাস

২১। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি 'বীজমন্ত্র' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(ক) মন্ত্রের বীজ

(খ) মূল প্রেরণা

(গ) প্রাণের আকাঙ্ক্ষা

(ঘ) মনের আনন্দ

২২। 'বাংলা আমার জীবনান্দ বাংলা প্রাণের সার আমি একবার দেখি, বারবার দেখি দেখি বাংলার মুখ'
উদ্দীপকের সাথে 'আমার পরিচয়' কবিতার সাদৃশ্য

i. আত্মপরিচয়ে

ii. সংস্কৃতিতে

iii. সাহিত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

২৩। 'আমার পরিচয়' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বাঙালি

i. ঐক্য চেতনা

ii. ঐতিহ্যবোধ

iii. অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

২৪। "একসাথে আছি, একসাথে, একসাথে বাঁচি, আজও এক সাথে থাকবই" এতে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালি জাতির-

i. অসাম্প্রদায়িকতা

ii. স্বাজাত্যবোধ

iii. সামবাদিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

২৫। আমি তো এসেছি পালযুগ নামে চিত্রকলা থেকে এ বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে বাঙালির-

i. ঐতহ্য

ii. সংস্কৃতি

iii. সভ্যতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

২৬। চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার যে পরিচয়টি পাওয়া যায়-

i. কৈবর্তবিদ্রোহ

ii. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন

iii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) i ও ii

(গ) iii

(ঘ) ii ও iii

২৭। 'আমার পরিচয়' কবিতায় 'আউল' বলতে বোঝানো হয়েছে-

i. পথিককে

ii. আউলিয়াকে

iii. সংসারবিরাগী ব্যক্তিকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে নাস সন্তরণ
কান্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ। হিন্দু না ওরা মুসলিম?ওই মসলিম? ঔই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।

২৮। কবিতাংশিটির চেতনা 'আমার পরিচয়' কবিতার নিচের কোন চরণে বিদ্যামান?

(ক) চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে

(খ) এসেছি বাঙালি আউল-বাউল মাটির দেউল থেকে

(গ) সব বিভেদের রেখে মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই

(ঘ) আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে

২৯। 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে'।
উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন চরণের সঙ্গে সাদৃশ্রপূর্ণ

(ক) আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে

(খ) আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি,

(গ) চলি পলিমাটি কোমলে আমর চলার চিহ্ন ফেলে

(ঘ) তেরোশত নদী সুধায় আমাকে, 'কোথা থেকে তুমি এলে?

৩০। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'-এটি হলো বাঙালির

(ক) চেতনা

(খ) ঐতিহ্য

(গ) মূলমন্ত্র

(ঘ) বীজমন্ত্র

৩১। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহারত উপরে নাই'। পঙক্তিটির মূল সুর-

(ক) মানুষের মহত্ত্ব বন্দনা

(খ) সম্মিলিত মনোভাব

(গ) মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী

(ঘ) সামবাদী চেতনা

৩২। সৈয়দ শামসুল হকের ক্ষেত্রে কোন রচনাটি প্রযোজ্য

(ক) চক্রবাক

(খ) নেমোসিস

(গ) রক্তগোলাপ

(ঘ) মৃত্যুক্ষুধা

৩৩। 'নূরলদীনের সারাজীবন' কী জাতীয় রচনা

(ক) উপন্যাস

(খ) কবিতা

(গ) নাটক

(ঘ) গল্প

৩৪। 'জলেশ্বরীর গল্প' কার রচনা

(ক) সৈয়দ শামসুল হক

(খ) নির্মলেন্দু গুণ

(গ) কামাল চৌধুরী

(ঘ) আহসান হাবীব

৩৫। 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালিদের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে?

(ক) স্বাধীনতার স্বাদ

(খ) আগামী প্রজন্মকে ইতিহাস জানানো

(গ) বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয়

(ঘ) বাঙালির যুদ্ধবিগ্রহী মনোভাব

৩৬। কবি পালযুগের চিত্রকলার অবতারণার মাধ্যমে কোনটি তুলে ধরেছেন?

(ক) জাতিসত্তার ঐতিহ্য

(খ) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

(গ) শাসকের ঐতিহ্য

(ঘ) সংগ্রামী ঐতিহ্য

৩৭। 'আমার পরিচয়' কবিতায় উল্লিখিত অনুষঙ্গগুলোর মধ্যে কোনটি প্রাচীন?

(ক) বৌদ্ধবিহার

(খ) সোনামসজিদ
(গ) তিতুমীর
(ঘ) ক্ষুদিরাম

৩৮। কবি সৈয়দ শামসুল হক আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঐতিহ্য বোঝাতে কোনটির আশ্রয় নিয়েছেন?
(ক) পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার
(খ) কমলার দিঘি
(গ) সওদাগরের ডিঙার বহর
(ঘ) চর্যাপদের অক্ষর

৩৯। বাঙালির জনজীবনের বিভিন্ন ঝাঁকে কিসের ঐতিহ্য আছে?
(ক) নির্যাতন ও শোষণের
(খ) সংগ্রাম ও প্রতিরোধের
(গ) ইতিহাস ও অতীতের
(ঘ) শাসন ও শোষণের

৪০। সৈয়দ শামসুল হক কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫
(খ) ২৭ শে আগষ্ট ২০১৫
(গ) ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০১৬
(ঘ) ২৭ শে মে ২০১৫

৪১। 'জয়বাংলা' ধ্বনিকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে
(ক) চরণচিহ্ন
(খ) বজ্রকণ্ঠ
(গ) কৈবর্ত বিদ্রোহ
(ঘ) তীব্রকণ্ঠ

৪২। সৈয়দ শামসুল হকের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
(ক) একদা এক রাজ্যে
(খ) রক্তগোলাপ
(গ) শীত বিকেল
(ঘ) সীমান্তের সিংহাসন

৪৩। বাঙালি জাতির বজিমন্ত্রে নিচের কোনটি ফুটে উঠেছে?
(ক) সাম্যবাদ
(খ) সংগ্রাম
(গ) সাহিত্যে ঐশ্বর্য
(ঘ) মানবতা

৪৪। সৈয়দ শামসুল হকের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি
(ক) সীমান্তের সিংহাসন
(খ) শীতবিকেল
(গ) রক্তগোলাপ
(ঘ) একদা এক রাজ্যে

৪৫। কবি পিছনে কী ফেলে এসেছেন
(ক) পলি মাটি
(খ) চরণ চিহ্ন
(গ) বীজমন্ত্র
(ঘ) তেরোশত নদী

৪৬। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি 'বীজমন্ত্র' বলতে কী বুঝিয়েছেন
(ক) মূল উৎস
(খ) প্রাণের আকঙ্কা
(গ) মূল প্রেরণা
(ঘ) মনের আনন্দ

৪৭। 'এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্যসেনের থেকে' চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে-
i. কৈবর্ত বিদ্রো হ
ii. ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন
iii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i
(খ) i ও ii
(গ) iii
(ঘ) i, ii ও iii

৪৮। 'আমার পরিচয়' 'আউল' বলতে বোঝানো হয়েছে
i. পথিককে
ii. আউলিয়াকে
iii. অসাম্প্রদায়িক চেতনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i
(খ) i ও iii
(গ) iii
(ঘ) ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উপমহাদেশের মুক্তির জন্য মহাত্মা গান্ধী এক সময় এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেন। নানাভাবে তাদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিক ফসল স্বদেশী আন্দোলন, অহিংস আন্দোলন ইত্যাদি কালের বিবর্তনে জন্ম পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি পৃথক রাষ্ট্রের এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের।

(ক) বৌদ্ধবিহার কোথায় অবস্থিত?

(খ) "আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে"– একথা দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার সাথে যেদিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয়– যুক্তিসহ লেখ।

➲ ১নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) বৌদ্ধবিহার বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত।

(খ) আমি তো এসেছি 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' থেকে– এ কথা দ্বারা পকবি বাংলার সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারাকে বুঝিয়েছেন। 'আমার পরিচয়' কবিতায় ককবি গভীর মমত্বের সঙ্গে কবিতার আঙ্গিকে চিত্রিত করেছেন আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পটভূমি। 'কমলার দীঘি', 'মহুয়ার পালা' মৈমনসিংহ গীতিকার দুটি পালা। এই পালাগুলোতে গ্রামীণ নর-নারীর সহজ-সরল প্রেমকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারীর মূল্য মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশমান। এক অপূর্ব সুন্দরী বেদেকন্যা মহুয়ার সঙ্গে বামনকান্দার জমিদার ব্রাহ্মণ যুবক নদের চাঁদের দুর্জয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে 'মহুয়ার পালা' রচিত।

(গ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতায় প্রতিফলিত বিপ্লব-বিদ্রোহের মতাদর্শের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলত ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লব, ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধ, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। এভাবে ইতিহাসের বহু অধ্যায় পার হয়ে, নানা সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে। উদ্দীপকে বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাবান জাতি-রাষ্ট্র গঠনে এদেশের মানুষকে স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করতে মহাত্মা গান্ধীর কৃতিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একান্ত আপন করে নিয়ে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তিনি। তাঁর এ আহ্বান আলোচ্য 'আমার পরিচয়' কবিতার বিপ্লব-বিদ্রোহের মতাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কবিতায় কবি সৈয়দ শামসুল হক এদেশের অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্যকে আবার উদয়ের পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের কথা বলেছেন। তিনি কবিতায় বৌদ্ধ কবিদের সৃষ্ঠ চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধের পরিচয়, যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ ও রাজ ।নৈতিক মতাদর্শের বিকাশ ধারায় আজকের বাংলায় পৌঁছানোর কথা বলেছেন। সেই ধারায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনটি একটি শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ। এভাবে আলোচ্য বিষয়টি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার খন্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয়– মন্তব্যটি যথার্থ। বাঙালি জাতিসত্তার অতীত ঐতিহ্য আছে। তা এক দিনে বা একক কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে আসেনি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতির ধারাপ্রবাহে তার আগমন। এই ধারাপ্রবাহ ধরেই আমাদের সামগ্রিক সত্তা। এ কারণেই ঐতিহ্য সংলগ্ন এক স্বাধীন জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে আমরা গর্ববোধ করি। উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে এদেশের সাধারণ মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এদেশের পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোকদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়ে তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। জনতাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। জনতার সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ শাসকরা টিকতে পারেনি। গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে বিপ্লবের ধারাবাহিক চেতনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ। যেখানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি আছে। এই বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় চাঁদ-সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা, কৈবর্ত বিদ্রোহ, পালযুগের চিত্রকলার বিকাশ সাধন, বৌদ্ধবিহারের জ্ঞানচর্চা, মুসলিম ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ, বারো ভূঁইয়াদের উত্থান, ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত মানুষের জীবন, তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহর বিদ্রোহ, রবীন্দ্র-নজরুলের কালজয়ী সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 'আমার পরিচয়' কবিতায় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বাংলার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ও জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতের এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। যা আলোচ্য উদ্দীপকে নেই। এমনকি ইঙ্গিতেও প্রকাশ পায়নি। 'আমার পরিচয়' কবিতার মধ্যে কবি এই বিপুল বাংলাদেশের অনবদ্য রূপটি তুলে ধরেছেন। তাই "উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণচিত্র নয়।"

০২। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
অবান্তর আজ এ প্রশ্ন
আমরা সবাই বাঙালি
বাংলা মায়ের সন্তান
এ কথাই অগ্রগণ্য।
আমাদের পরিচয় ধর্মে নয়
কর্মে পরিচয় পাই–
আমরা সবাই মানুষ
এটাই আমাদের শেষ পরিচয়।

(ক) বাংলাদেশের শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ কে?

(খ) "আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে" বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার কোনে দিকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "আমরা সবাই মানুষ এটাই আমাদের শেষ পরিচয়।"– পঙ্‌ক্তিটি 'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

➲ ২নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

(খ) "আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে" বলতে স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠের প্রেরণাকে বোঝানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত 'জয় বাংলা' ধ্বনি একদিন বাংলার মানুষের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। তাদের স্বাধীনতার আকঙ্ক্ষাকে সমুদ্র সমান করে অসীম সাহস বুকে এনে দিয়েছিল। এ স্লোগানের প্রেরণায় বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে। বাঙালির স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই স্লোগানের শক্তি সঞ্চারের বিষয়টিই আলোচ্য অংশে ফুটে উঠেছে।

(গ) 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তার সাথে উদ্দীপকটি সম্পর্কযুক্ত। জাতি, বর্ণ বা ধর্মের কারণে সৃষ্ট কৃত্রিম ভেদাভেদ সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করে, এর ফলে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষ বাস করলেও তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক। তাই যুগ যুগ ধরে তারা মিলেমিশে বসবাস করে আসছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপদকে মোকাবিলা করেছে, সংগ্রাম করেছে। 'আমার পরিচয়' কবিতার মূলভাবে বাঙালির এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একে অপরকে ভালোবেসে এক হয়েছে বিপদে, সংগ্রামে, সুখে-দুঃখে, যার পরিচয় ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। বাঙালি পরিচয়েই তারা যুদ্ধ করেছে অপশক্তির বিরুদ্ধে, স্বাধীন করেছে দেশকে। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যে, বাঙালির পরিচয় ধর্মে নয়, কর্মে। এ থেকে বোঝা যায় যে কবি এখানে বাংলার মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাঙালি তার মানুষ পরিচয়কেই বিশ্বাস করে এবং এর ওপর নির্ভর করেই তারা একাত্ম হয়। 'আমার পরিচয়' কবিতায় এই চেতনায় বাঙালির একাত্ম হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকটি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(ঘ) "আমরা সবাই মানুষ/এটাই আমাদের শেষ পরিচয়।"– 'আমার পরিচয়' কবিতার তআলোকে পঙইক্তটি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত বিভেদ মানুষের সত্যিকার পরিচয় খর্ব করে। তাই এগুলো কখনো মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচায়ক হতে পারে না। এই সংকীর্ণতার গণ্ডিতে বাঙালি আবদ্ধ নয়, সকল কিছুর ঊর্ধ্বে সে তার মানুষ পরিচয়েই বিশ্বাসী। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালি জাতিসত্তার অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধকে মুদ্রিত করেছেন। একই সাথে এদেশে বিভিন্ন ধর্মের চর্চা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মের মানুওেষর বিশ্বাস ও মতাদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু এ নিয়ে বাঙালির মাঝে তৈরি হয়নি কোনো দ্বন্দ্ব-বিভেদ। কারণ তারা বিশ্বাস করে মানবতাই তাদের প্রকৃত সত্তা। উদ্দীপকের কবিতাংশেও এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী সেসব নিশ্চিহ্ন হয়েছে জাতির সংকটের মুহূর্তে। সবাই এক মানুষ পরিচয়েই বিশ্বাসী, বাঙালি মায়ের সন্তান হতে পারাটাই তাদের কাছে গর্বের। ধর্মবিশ্বাস যদি অন্ধ হয় তবে তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এই অন্ধবিশ্বাসীরাই বিভেদ তৈরি করে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে। কিন্তু বাঙালি তার হৃদয়ের মহত্ত্বে এই সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করেছে, তারা বিশ্বাস করে যে তারা মানুষ এবং এটিই তাদের আসল পরিচয়। প্রশ্নোক্ত বাক্যে এবং 'আমার পরিচয়' কবিতায় এ ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে।

০৩। আমরা বাঙালি। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এই জাতির রয়েছে সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাস। জাতি হিসেবে আমাদের বর্তমান যে পরিচয় তা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি এ পরিচয় লাভ করেছে।

(ক) বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কী?

(খ) 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'– কবি এ কথ বলেছেন কেন?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত নানা আন্দোলন ও বিপ্লব-বিদ্রোহের পটভূমি 'আমার পরিচয়' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) 'আমার পরিচয়' কবিতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি– তোমার মতামত দাও।

➲ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'।

(খ) বাঙালি জাতির অসাম্প্রযদায়িক চেতনাকে বোঝানোর জন্য কবি আলোচ্য কথাটি বলেছেন। নানা ধর্মের মানুষ আমাদের এই দেশে মিলেমিশে বাস করে। সবার এক পরিচয়– বাঙালি। কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে বাঙালি আক্রান্ত নয়। তাই ধর্ম নয়, মানবসত্তাই তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। বাঙালির এই মানবিক বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা কবির বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'মানুষ' হিসেবে মানুষের পরিচয়ই কবির কাছে মুখ্য, ধর্ম নয়।

(গ) 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি নানা বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির উত্থানের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন, যা উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়। সুদূর অতীতকাল থেকে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঙালি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ঘরের শত্রু ও বাইরের

শত্রুকে পরাভূত করে বাঙালি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তাই বাঙালির জীবনের বাঁকে বাঁকে রয়েছে বিপ্লব, বিদ্রোহ আর সংগ্রাম। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ও বাঙালি জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে বিপ্লব-বিদ্রোহ রয়েছে তার পরিচয় বিবৃত করেছেন। কৈবর্ত বিদ্রোহ, তিতুমীর আর হাজী শরীয়ত উল্লাহর বিদ্রোহ, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন এবং সবশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এই বিপ্লব আর বিদ্রোহ বাঙালি জাতিকে এক নতুন পরিচয়ে পরিচিত করেছে, আর তা হলো 'বাঙালি হার না মানা জাতি'। উদ্দীপকেও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে বাঙালি জাতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বাঙালি এ পরিচয় লাভ করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল সুদূর অতীতকালে। অতীতের এসব বিপ্লব-বিদ্রোহের পটভূমি হলো বাঙালির স্বাধীনতার প্রত্যাশা, মুক্তির প্রত্যাশা।

(ঘ) 'আমার পরিচয়' কবিতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।— মন্তব্যটি যথার্থ। বাঙালি জীবনের প্রতিটি পরিবর্তন ও অর্জনের বাঁকে বাঁকে মিশে আছে বিপ্লব, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। এগুলো কখনো বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে, আবার কখনো দেশি শোষকের বিরুদ্ধে। তবে সব ক্ষেত্রেই তারা সাহস আর বীরত্বে অন্যায়কে প্রতিহত করেছে। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালির বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার দিক তুলে ধরেছেন। অন্যায়, শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায়ে মিশে আছে তাদের বিপ্লবী চেতনা। উদ্দীপকেও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙালি জাতির স্বাধীনচেতা ও সংগ্রামী চেতনার পরিচয়ই বিবৃত হয়েছে। জাতি হিসেবে বাঙালির এই যে পরিচয় তা দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। এর মধ্য দিয়েই বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা। উদ্দীপকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে বাঙালির প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে, যা 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এতে বাঙালির সাহিত্য ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে পরিচয় কবি দিয়েছেন তা আলোচ্য উদ্দীপকে নেই। তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য কবিতার সমগ্র ভাব উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি।

০৪। বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বাঙালিরা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে এদেশে টিকে আছি। ইংরেজদের অত্যাচার, পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, সকল অনাচারকে শক্তি, সাহস ও মনোবল দিয়ে প্রতিহত করেছি। এখন আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। এ স্বাধীনতা লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। আমরা তাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ!

(ক) চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?

(খ) কবি বারো ভূঁইয়াদের প্রসঙ্গ এনেছেন কেন?

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র।"— মূল্যায়ন কর।

➲ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

(খ) বাঙালির সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য কবি বারো ভূঁইয়াদের প্রসঙ্গ এনেছেন। ১৫৭৫ সালে মোগল সম্রাট আকবর বাংলা জয় করার পরও যে কয়জন স্বাধীন জমিদার ঈসা খাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাঁরাই 'বারো ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঈশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণ মানিক্য প্রমুখ। সংগ্রামী মনোভাব ও বীরত্বের জন্য তাঁরা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বাঙালির এ স্বাধীনচেতা মনোভাব, সাহসী চেতনাকে তুলে ধরতে কবি 'আমার পরিচয়' কবিতায় বারো ভূঁইয়াদের প্রসঙ্গ এনেছেন।

(গ) 'আমার পরিচয়' কবিতায় অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালির অবস্থানের বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে। বাঙালি সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে যখনই তার ওপর অন্যায় অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছে তখনই সে বিদ্রোহ করেছে। এভাবেই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে প্রতিনিয়ত তারা দৃঢ় করেছে তাদের অবস্থান। আর এই দৃঢ়তা ও সংগ্রামী চেতনার পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালি জীবনের বাঁকে বাঁকে বিদ্রোহের যে ইতিহাস আছে তা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে বাঙালির আপসহীন, বিদ্রোহী, সংগ্রামী মনোভাব। তারা অন্যায়ের কাছে পরাজয়বরণ করেনি বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। উদ্দীপকেও বাঙালি জীবনের এ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এর সর্বশেষ প্রমাণ— বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, অন্যায়কে বাঙালি সাহস ও মনোবল দিয়ে প্রতিহত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।

(ঘ) উদ্দীপকটি 'আমার পরিচয়' কবিতার আংশিক প্রতিফলন, কারণ এখানে আলোচ্য কবিতার বাঙালির সংগ্রামী জীবনের চিত্রই কেবল ফুটে উঠেছে। বাঙালির জীবনের প্রতিটি বাঁকেই আছে সংগ্রামের এক-একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস। বিভিন্ন সময় বহিঃশত্রু তাদের আক্রমণ করেছে। সেই আক্রমণ তারা সাহস ও শক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছে। 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি জীবনের সংগ্রামী দিকটি বর্ণনার পাশাপাশি কবি তুলে

ধরেছেন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায় 'চর্যাপদ', 'গীতাঞ্জলি', 'অগ্নি-বীণা', 'মহুয়ার পালা' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। বাঙালির অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, সাম্যবাদী মনোভাবও এখানে বাণীরূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে আমরা বাঙালির বিদ্রোহী, সংগ্রামী জীবনের পরিচয় পাই। শত্রুর কালো থাবাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাঙালি নিজ ভূমিতে আপন মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। লাখো শহিদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। সংগ্রাম, বিদ্রোহ বিপ্লব বাঙালির সত্তায় মিশে আছে, ইতিহাসও সেই প্রমাণ দেয়। উদ্দীপক এবং 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালি চরিত্রের এ দিকটি ফুটে উঠেছে। তবে আলোচ্য কবিতায় বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয়ও বিধৃত হয়েছে যা উদ্দীপকে নেই। এ কারণেই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সত্য।

০৫। হিন্দু-মুসলিম দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখিতারা।
এক বাগানের দুটি তরু
দেবদারু আর কদমচারা।
যেন গঙ্গা সিন্ধু নদী
যায় গো বহে নিরবধি।
এক হিমালয় হতে আসে
এক সাগরে হয় গো হারা।

(ক) 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' কার বিরুদ্ধে হয়েছিল?

(খ) 'বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার কোন দিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতায় বাঙালির পরিচয়ের খণ্ডাংশের প্রতিফলন ঘটেছে— বিশ্লেষণ কর।

➲ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল মহীপালের বিরুদ্ধে।

(খ) বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র বলতে 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তার উপরে নাই'— এটাকে বুঝিয়েছেন। বাঙালি জাতি চিরকালই উদারচেতা। এ জাতি মানুষকে মূল্যায়ন করতে জানে। মানুষকে সবার উপরে স্থান দিয়ে মানবধর্ম লালন করতে জানে। এক ভূখণ্ডে অনেক জাতির বসবাস হলেও কারও সাথে কারও দ্বন্দ্ব বাধে না। একজনের বিপদে অন্যজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। নানা ধরনের উৎসব-পার্বণ একই সঙ্গে পালন করে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এ জাতি ঐক্যবদ্ধ। ফলে সবার উপরে মানুষের অবস্থান। বাঙালি জাতি মানুষকে সর্বজীবের উপরে স্থান দেওয়াকে বীজমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে আবহমানকাল ধরে একসঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করে আসছে।

(গ) উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবহমান বাংলা অভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ। বাংলার ভূখণ্ডে নানা জাতি-ধর্মের লোক বাস করে। কিন্তু জাতি-ধর্মের পার্থক্য এখানকার মানুষের জীবনে কোনো দেয়াল তৈরি করেনি। একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে তারা জীবন অতিবাহিত করছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি পরিলক্ষিত হয়। কবি এখানে হিন্দু-মুসলমানকে ভারতের দুটি ভাই এবং দেশমাতার দুই চোখের তারা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর উৎসমূল যেমন এক হিমালয় তেমনি হিন্দু-মুসলিমও একই বৃন্তের দুটি ফুল। উদ্দীপকের মতো এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'আমার পরিচয়' কবিতায়। চর্যাপদের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার যে অসাম্প্রযদায়িক জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা তুলে ধরা হয়েছে এ কবিতায়। যুগে যুগে নানা আন্দোলন, বিপ্লব-বিদ্রোহ আর মতাদর্শের বিকাশ হতে হতে আমরা এসে পৌঁছেছি আজকের বাংলায়। কবিতার এই দিকটির ইঙ্গিত করা হয়েছে আলোচ্য উদ্দীপকে।

(ঘ) "উদ্দীপকে 'আমার পরিচয়' কবিতার বাঙালির পরিচয়ের খণ্ডাংশের প্রতিফলিন ঘটেছে"— মন্তব্যটি যৌক্তিক এবং যথার্থ। আবহমান বাংলা অভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার বৈশিষ্ট্যে ঐতিহ্যমণ্ডিত। বাংলার ভূখণ্ডে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এখানে বংশপরম্পরায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অভ্যাস আচার, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিল্প-সাহিত্য তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্দীপকে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে। কবি এখানে হিন্দু-মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দেশমাতার চোখের তারা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। 'আমার পরিচয়' কবিতায়ও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এটিই কবিতার একমাত্র বিষয় নয়। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে। 'আমার পরিচয়' কবিতায় কবি বাঙালি জাতিসত্তার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। কবি গভীর মমত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন এ জাতির সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির

পটভূমি। বাঙালির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে কবি নিজের পরিচয়ের কথা বলেছেন। এ কবিতার এসব বিষয় সম্পূর্ণবাবে উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি, শুধু অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি ছাড়া। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি বাঙালির পরিচয়ের খণ্ডাংশের প্রতিফলন ঘটেছে।